দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

ঢাকা বইমেলা

বিদেশে বাংলাদেশের বই বিপণন

জাফর আলম

আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে শেরে বাংলানগর প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঢাকা বইমেলা-২০০৭ শুরু হতে যাচ্ছে। গতবছর ঢাকা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে। এর আগে হয়েছে চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী হলের সামনে। যেহেতু জানুয়ারী মাসে ঈদুল আজহা তাই ১লা জানুয়ারীর পরিবর্তে ১লা ডিসেম্বর ঢাকা বইমেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঢাকা বইমেলার স্থায়ী কোন স্থান আজও নির্ধারিত হয়নি। ফলে, প্রতিবছর ঢাকা মেলার জায়গার জন্য জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র তথা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন সংস্থার কাছে ধর্ণা দিতে হয়। যেমন এবার বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শেরে বাংলানগর প্যারেড গ্রাউন্ডে, তাই সামরিক বাহিনীর কাছে অনুমতি নিতে হয়েছে। তদুপরি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে 'একুশের বইমেলার জায়গা সংকুলান হচ্ছেনা। তাই গতবছর পত্র-পত্রিকায় বইমেলার জন্য একটি স্থায়ী জায়গা নির্ধারণ করার জন্য মিডিয়া, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহল থেকে দাবী উঠেছিল। এটা আমাদের ও সকলের দাবী। উল্লেখ্য, শিল্প মেলার জন্য এর মাঝে পুরনো এয়ারপোর্টের পশ্চিম পাশে বিশাল এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবছর সেখানে শিল্প ও বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে স্থায়ী কিছু অবকাঠামো নির্মাণের ও সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমতাবস্থায়, আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, শিল্প ও বাণিজ্য মেলা যদি নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়, তাহলে শেরে বাংলানগরে বর্তমানে যেখানে প্রতিবছর বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই এলাকাটিকে ঢাকা বইমেলা এবং একুশে বইমেলার জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাছাড়া আগারগাঁ পাসপোর্ট অফিসের পূর্বে বিশাল এলাকাখানি আছে, আরও খালি আছে পঙ্গু হাসপাতালের উত্তর পাশে। এই দু'টি স্থানে ও ঢাকা বইমেলা ও একুশের বইমেলার আয়োজন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৫ সাল থেকে এইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। কলকাতার বইমেলা বিশাল এলাকা জুড়ে ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশকরা অংশ নিয়ে থাকেন। এটা আন্তর্জাতিক বইমেলা বললে অত্যুক্তি হবে না। ঢাকা বইমলা ২০০২ সালে শেরে বাংলানগরে (প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে) অনুষ্ঠিত হয়। এতে কলকাতার পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড অংশ নিয়েছিল। গতবছর শিল্পকলা একাডেমীতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া স্টল খুলেছিল কিন্তু বই বিক্রির ব্যবস্থা ছিল না। আমার অনুরোধ, ঢাকা বইমেলায় ভারত, পাকিস্তানসহ সার্ক দেশসমূহের প্রকাশকদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোক। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার প্রকাশকদের ঢাকা বইমেলায় অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানাতে আপত্তি কোথায়? আমরা যারা লেখালেখির সাথে জড়িত, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহ এবং ভারত ও পাকিস্তানের ইংরেজী, উর্দু ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী; সেখানকার সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে। ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের প্রকাশকরা অংশ নিলে ঢাকা বইমেলা আন্তর্জাতিক রূপ নেবে সন্দেহ নেই। অথচ একুশে বইমেলায় বিদেশী প্রকাশকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

এ প্রসঙ্গে, একুশে বইমেলার আয়োজন ঢাকা প্রকাশক সমিতি করতে পারেন না? যেমন কলকাতা বইমেলার আয়োজন করছে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। ঢাকা প্রকাশক সমিতি একুশে বইমেলার আয়োজন করলে বাংলা একাডেমী তাদের মূল কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে। বাংলা একাডেমী মূল কাজ বলতে আমি বলত চাই, বাংলা একাডেমী আমাদের মননের প্রতীক। বাংলাভাষার উন্নয়নে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মননশীল গ্রন্থ প্রকাশ, গবেষণা, বিশ্ব ক্লাসিক গ্রন্থ অনুবাদই তাদের কাজ। অথচ বাংলা একাডেমী অংশের বইমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যে অর্থ ব্যয় করেন, তা দিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান বই প্রকাশ করতে পারে।

এবার বইমেলার উদ্বোধন সম্পর্কে আসা যাক। আমি দেখেছি কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করতেন প্রয়াত বিখ্যাত লেখক অন্নদা শংকর রায় অথবা বিদেশী নোবেল বিজয়ী নতুবা বিখ্যাত লেখক পাশে ফিতা কাটার সময় দণ্ডায়মান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। বাংলাদেশে কি একজন প্রবীণ লেখক-কবিকে দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করিয়ে তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা যায় না? সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

বিদেশে বাংলাদেশের বই বিপণনঃ

বাংলা বইয়ের আমাদের মূল বাজার পশ্চিমবঙ্গ,শিলিগুড়ি ও ত্রিপুরা। ১৯৯৫ সাল থেকে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের বই বিক্রি ও বিপণনের মোটামুটি চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় বাংলাদেশের বই বিক্রির স্থায়ী একটি বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় কলকাতার পাঠকরা নিয়মিত বাংলাদেশের প্রকাশিত বই কেনার সুযোগ পায় না। ১৯৯৫ সালে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি বাংলাদেশী পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশের ৯টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সংস্কৃতি বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী) বলেছিলেন যে, "আমরা সারা বছর কলকাতায় বাংলাদেশের বই কিনতে আগ্রহী। আপনারা পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র খুলুন। আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।"

একদশকের অধিক সময় পেরিয়ে গেছে, বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশক সমিতি বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ-ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেননি। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই যে, কলকাতা কলেজ স্ট্রীট সেখানকার বইপাড়া। সেখানে বাংলাদেশের একটি বই বিক্রয় কেন্দ্র খুললে সারাবছর বাংলাদেশের সৃজনশীল লোকদের বই বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে সরকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলো (যেমন বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী এবং নজরুল ইনস্টিটিউট) এবং বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা সমিতি যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় বাংলাদেশের বই বিক্রয় কেন্দ্র খুলতে পারেন। এর ব্যয়ভার যৌথভাবে প্রকাশনা সংস্থাগুলো বহন করবে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একজন লেখক, উনার কাছে সরকারীভাবে যথারীতি প্রস্তাব দিলে আমার ধারণা, এ-কাজটি সহজে সমাধা করা যাবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার সবিনয় অনুরোধ জানাই।তাছাড়া বাংলাদেশের বই বিক্রির বাজার সৃষ্টির জন্য ঢাকার পুস্তক প্রকাশক সমিতি শিলিগুড়ি ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশী বইমেলার আয়োজন করতে নতুবা সেখানকার বার্ষিক বইমেলায় অংশ নিতে পারে। তাহলে সেখানে বাংলাদেশের বই বিপণনের আরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। কারণ উল্লেখিত দু'টি এলাকায় বাংলাভাষা-ভাষীদের বসবাস। ওরা বাংলাদেশের বই পাঠে আগ্রহী।

সর্বশেষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছু একজন ছাত্রীর (বাড়ী দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে) সাথে আলাপ হচ্ছিল। তার বক্তব্য সেখানে তাদের চাহিদা মোতাবেক ছাত্র-ছাত্রীরা বই কিনতে পারে না। আমার মতে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ বই বিক্রির প্রকল্পটি পুনরায় চালু করলে মফস্বলের বিশেষতঃ জেলা শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চাহিদা মোতাবেক বই কেনার সুযোগ পাবে। পর্যায়ক্রমে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভ্রাম্যমান গাড়ী নিয়ে জেলায় জেলায় বই বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন।

[লেখকঃ বিশিষ্ট অনুবাদক ও কলামিষ্ট]